দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 FEB 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

বই মেলা

সৈয়দ আলী কবীর

একটা বিকশিত মধ্যবিত্তের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। কোন সমাজ যতই শিক্ষায়-দীক্ষায় এগিয়ে যায় ততই মানুষ পত্রপত্রিকা ও বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ছাপার অক্ষর তাকে চুম্বকের মতো টানে। পকেটের সঙ্গতির সঙ্গে তাল রেখে বই কেনা কষ্টকর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাতালের যেমন মদের প্রতি নেশা আছে, একজন সিরিয়াস পাঠকের তেমনি বইয়ের প্রতি আসক্তি আছে। বইয়ের জগতে সেই সুদিন নেই যখন এককালে মাত্র ছ'আনায় (বর্তমান ব্যবহৃত পয়সায় ছত্রিশ পয়সায়) পেঙ্গুইন সিরিজের বই পাওয়া যেতো। এককালে বাংলা বই সুলভে পাওয়া যেতো। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার মূল্য ছিলো চার আনা।

গত মহাযুদ্ধের পর বইয়ের বাজারে মূল্যবৃদ্ধি দেখা গেলো। তাহলেও আজকের তুলনায় সে মূল্য নস্যি। এমনকি গত দশ বছরে মুদ্রাস্ফীতি ও টাকার অবমূল্যায়নের জন্য বইয়ের মূল্য ভীষণ বেড়েছে।

তবে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের মানুষের কাছে বই পড়ার নেশা বেড়েছে। এখনও লেখক ও প্রকাশকের জন্য বইয়ের বাজার আহামরি কিছু না। তবে বাংলাদেশে আজকাল পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য টাইটেল প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে বইকে জনপ্রিয় করার জন্য বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত বই মেলা বিরাট এক অবদান রেখেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমিকে কেন্দ্র করে রীতিমত জমজমাট সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়। মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখা যায়। সেই সঙ্গে সমস্ত আকর্ষণের মধ্যমণি হিসেবে বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সময়টাও ভালো। বসন্তের যা কিছু আমেজ ও মাধুর্য আমরা ফাল্গুন মাসেই পাই। তাই যদিও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষ জুড়ে থাকে মাঘ মাসের তেরোটা দিন, বাকি সময় পাই ফাল্গুনকে। আমাদের পরম সৌভাগ্য ভাষার শহীদগণ বছরের এমন সময় শহীদ হয়েছেন, যাতে আমরা বছরের একটা সুসময়ে তাদের স্মরণ করতে পারি এবং নানাভাবে তাদেরকে আমরা স্মরণ করতে পারি। মাসটাকে কেন্দ্র করে আমরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের আবিষ্কার করি। সমস্ত অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ড তুঙ্গে ওঠে একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যরাত থেকে যখন শহীদ আলতাফ মাহমুদের সুরে আবদুল গাফফার চৌধুরীর কথায় জনপ্রিয় গান, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' আকাশ বাতাসকে মথিত করে।

বই মেলার কথায় ফিরে আসি। এই সময় বিভিন্ন প্রকাশক তাদের প্রকাশিত বই পাঠক সমাজের সামনে উপহার দেবার জন্য উদগ্রীব থাকেন। একজন লেখক সে সময় একটা বই উপহার দিলে খুশী হন। বই মেলার লক্ষ্য হলো পাঠকের প্রতি বইয়ের ভালবাসা জাগানো। এই সময় শতকরা পনেরো টাকা কমিশনের জন্য বই খানিকটা সুলভেও পাওয়া যায়।

এবারের বই মেলায় ব্র্যাক প্রকাশনী থেকে একটা নতুন জাতের উপহার পাঠককুল পাবেন। তাদের কাছ থেকে দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকের কিছু নির্বাচিত রচনা সংক্ষেপিত ও অভিযোজিত (adapted) আকারে পাবেন। হদিও ব্র্যাক এই গ্রন্থগুলো স্বল্পশিক্ষিত ও নব্যসাক্ষরদের জন্য প্রকাশ করেছে, তবে আমি মনে করি যে, এই সব গ্রন্থ দেশের কিশোর- কিশোরীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। ইংরেজী সাহিত্যে এই জাতের বই প্রচুর পাওয়া যায়। চার্লস ল্যাম্ব দ্বারা অভিযোজিত গ্রন্থের মাধ্যমে ইংরেজ কিশোর-কিশোরী সেক্সপীয়ারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লেখকের উপন্যাস এইভাবে কিশোর কিশোরীদের সামনে আনা হয়েছে। বড় হয়ে যখন তারা সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়েছে, তখন তারা মূল গ্রন্থ পড়েছে। ব্র্যাক প্রকাশনা যে সব লেখকের গ্রন্থ উপহার দিচ্ছে তাদের কিছু নাম এখানে দিচ্ছি ও বইগুলোর নামও উল্লেখ করছি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কপালকুণ্ডলা), মোঃ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (গরীবের মেয়ে, আনোয়ারা), মীর মশাররফ হোসেন (বিষাদ সিন্ধু), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (পদ্মরাগ), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দত্তা, বিরাজ বৌ, বিপ্রদাস), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গোরা, যোগাযোগ, নৌকাডুবি), কাজী নজরুল ইসলাম (তিনটি গল্প), মহাকবি কালিদাস (মেঘদূত), উপরন্তু মহুয়া ও মলুয়া লৌককাব্য সহজ গল্পরূপে পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থগুলোর সহজ সংস্করণ তৈরি করছেন আমাদের দেশের কয়েকজন সুদক্ষ লেখক।

এসব বই পড়ে নব্য সাক্ষরযুক্ত ব্যক্তি কত বাড়বে তা নির্ভর করবে গণশিক্ষার আন্দোলনের ওপর। তবে যারা গণশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তাদের উচিত যে যারা সাক্ষরতা অর্জন করেছে তাদের জন্য একটা পাঠাগার তৈরী করা যেখানে আকর্ষণীয় বই থাকবে। এই সব বই তাদেরকে পড়তে উৎসাহিত করবে।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র দেশ ও বিদেশের ক্লাসিকস প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে আছে উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনী, শিশু সাহিত্য, গল্পগ্রন্থ (বিশ্ব সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য থেকে), প্রবন্ধ, নাটক (বাংলা নাটক ও গ্রীক ও ফরাসী নাটকের অনুবাদ, কবিতা ও গান, নির্বাচিত রম্য রচনা)। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বিভিন্ন বইয়ের পরিচিতি তাদের লিফলেটের মাধ্যমে পাবেন।

বই সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল জাগাবার ব্যাপারে ক্লাসিকসের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। আশা করি বিভিন্ন প্রকাশক ক্লাসিকস বের করবার উদ্যোগ নেবেন। যে সব গ্রন্থের কপিরাইট নেই সে সব গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। উপরন্তু কমপিউটার বই প্রকাশের ব্যাপারে একটা বিপ্লব এনেছে। একজন ছোট উদ্যোক্তা ইচ্ছা করলে নিজের চেষ্টায় ক্লাসিকস প্রকাশ করতে পারেন।

একটু রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে আসা যাক। ১৯৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের কপি রাইট (যা বিশ্ব ভারতীর কাছে দেয়া ছিলো) গত বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারতে একটা অধ্যাদেশের মাধ্যমে কপি রাইটকে বাড়ানো হয়েছে। তবে আমরা কি ব্যাপারটা মানতে বাধ্য? কারণ আমি মতামত পেয়েছি যে আমরা আন্তর্জাতিক কপি রাইট কনভেনশন মানতে বাধ্য। ভারত যে আইন করেছে, তা তাদের দেশের বেলায় প্রযোজ্য। জানি না দেশের প্রকাশক সমাজ বিষয়টা কিভাবে দেখছেন। আমাদের যদি রবীন্দ্রনাথের বই বাংলাদেশ থেকে ছেপে প্রকাশ করবার অধিকার থাকে, তাহলে আমাদের বাজারে প্রচুর রবীন্দ্র সাহিত্যের আবির্ভাব দেখা যাবে, যা বাংলাদেশের প্রকাশক ছাপবে। তার সাক্ষর বইমেলায়ও দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিঃশ্বাসের প্রশ্বাসের অঙ্গ। তার লেখা আমরা চাই আমাদের প্রকাশকের মাধ্যমে। কপি রাইটের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সময় পার হলে কোন বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি (Intellectual property) কারও কুক্ষিগত থাকা উচিত নয়।

বইমেলা নতুন বই প্রকাশের ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু বইকে জনপ্রিয় করার জন্য আরও উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। কিছু উদ্যোগের কথা আমি এখানে উল্লেখ করবো। পেঙ্গুইন যেমন নিউজপ্রিন্টে সাদামাটা বাঁধাইয়ের মাধ্যমে বই দেয়, তেমন আমরা পারি না কেন? রবীন্দ্রনাথের বইও তো আমরা সাদামাটা কাগজের বাঁধাইয়ের মাধ্যমে পেয়েছি। দেশের বই এইভাবে পাবো না কেন? কার্ড বোর্ডের বাঁধাই বইয়ের ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। একটা বই বাঁধাই করতে যদি পাঁচ টাকা ব্যয় করা হয় তাহলে তার মূল্যবৃদ্ধি হয় দশ টাকা। সুন্দর বাঁধাই করা বই সুরক্ষিত হয়। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে বই পৌঁছায় না।

বইকে জনপ্রিয় করার পেছনে পাঠাগার আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা আছে। এই আন্দোলনকে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রসার করা প্রয়োজন। সরকারী পর্যায়ে অন্ততঃ বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটা পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন শহরে পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। ঢাকার মতো নগরীতে অন্তত শতখানিক পাঠাগার প্রয়োজন। অন্যান্য বড় শহরেও একাধিক পাঠাগার প্রয়োজন।

বেসরকারী উদ্যোগেও পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। সরকার সাহায্য করলে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ও ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠান পাঠাগার আন্দোলন বিস্তার করতে সাহায্য করতে পারে। দেশে যদি হাজার দশ পনেরো পাঠাগার গড়ে ওঠে তাহলে বইয়ের বাজার শক্তিশালী হবে। বাংলাদেশের বাজার একটা শক্তিশালী লেখক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। পাঠাগার আন্দোলন তাদেরকে বই লিখতে উৎসাহিত করবে।

বইকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে লুৎফর রহমান সরকার সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকাকালে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন উদ্দেশ্য ছিলো ঢাকার বাইরে বইয়ের দোকানকে বই কেনার জন্য গ্যারান্টি দেয়া হবে। মফঃস্বলের বইয়ের দোকান পুঁজির অভাবে বই কিনতে অক্ষম হয়। ব্যাংক গ্যারান্টি পেলে প্রকাশকগণ মফঃস্বলের বই ক্রেতাকে বই সরবরাহ করতে উৎসাহী হন। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকার সাহেব এরশাদ সাহেবের কুনজরে পড়ার কারণে এই উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এই জাতের উদ্যোগ নিলে ভালো হবে।

এক সময়ে মানুষ নানা উপলক্ষে বই উপহার দিতো। জন্মদিনে বই উপহার খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। বিয়েতে অনেক আমন্ত্রিত ব্যক্তি বই উপহার দিতেন। এই জাতীয় উপহারের আবার আবির্ভাব হওয়া উচিত। এইভাবে ছোট ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বয়সের মানুষের কাছে বই জনপ্রিয় করা যায়।

এখন একটা বিষয়ে আসবো যা বিবেকবান মানুষকে বিচলিত করেছিলো। সরকার নাকি টেকনিক্যাল বই ছাড়া অন্য বইয়ের বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আশা করি কথাটা সত্যি নয়। আর যদি সত্যিই এমনি পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে উঠবে নিশ্চয়। যে দেশ বই আমদানি বন্ধ করার মতো বর্বরোচিত পদক্ষেপ নেয়, তারা দেশকে বঞ্চিত করে খোলামেলা হাওয়া থেকে।

শেষ করবার আগে আশা করছি যে বইমেলা সার্থক হবে ও শান্তিপ্রিয় আবহাওয়ার মাধ্যমে শেষ হবে।